## M. Heidegger:

**Being in the World : Existenz, Facticity and Fallenness.**

**জগত সম্পৃক্ত সত্তা : অস্তিত্ব, বাস্তবত্ব, পতিতত্ব।**

মার্টিন হাইডেগারের দর্শনের মূল সমস্যা সত্তার সমস্যা (Problem of Being)। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কোন পদার্থসমূহকে সত্তার অর্থ উপলব্ধি বা নির্ণয় করা যাবে? এর উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন 'ডাজাইন' (Dasein) হল সেই পদার্থ। তাঁর দর্শনে সত্তার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে ডাজাইনের বিশ্লেষণ দিয়ে। 'ডাজাইন' (Dasein) শব্দটি জার্মান শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সেখানে সত্তা (Being-there)। এ হল স্বার্থ সত্তার প্রকাশক, হাইডেগারের মতে মানুষের সত্তার সঙ্গে জগতের সত্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ডাজাইনের অর্থ হল সত্তারূপে মানুষ যে অবস্থানগতভাবে জগতে উপস্থাপিত এবং যাকে জগতের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য ভাবে বেঁচে থাকতে হবে, ডাজাইন বিষয়ী নয়, বিষয়ও নয়, অস্তিত্বের উর্দ্ধেও নয়, অভিজ্ঞতামূলকও নয়। অস্তিত্বশীলতার দিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই ডাজাইন, কিন্তু সত্তাবিজ্ঞানগতভাবে আমরা আমাদের নিজ সত্তা থেকে দূরে। এটি অন্য সবকিছু থেকে সত্তাবিজ্ঞান-গত ভাবে পৃথক (ontologically different)। বিষয়গত অস্তিত্বের বস্তুসমূহ থেকে ডাজাইন পৃথক এই অর্থে যে, যেগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় অথবা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মানব অস্তিত্ব প্রদত্তও হতে পারে না, ব্যবহৃতও হতে পারে না, ডাজাইন যেভাবে পরিচ্ছিন্নতেই সত্তা - জগত এবং অন্যান্য জনসত্তার সঙ্গে ডাজাইনের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে।

হাইডেগার ~~জ~~ 'Being and Time' গ্রন্থে ডাজাইনকে 'Care' বা 'সমত্ব-ভাবনা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

জগতের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক সম্পর্কের কথা কখনোই উপেক্ষিত হতে পারে না। হাইডেগার সমগ্র জগতকেই ব্যবহারিক যন্ত্রসমূহের সমাহার বলে বর্ণনা করেছেন। যখন আমরা একটি ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রকে সামগ্রিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করি তখনই এই ব্যবহারিক আগ্রহের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু আগ্রহ (care) শুধু ব্যবহারযোগ্য বস্তুর ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয় — পরিবর্তে এবং প্রকৃত অর্থে সে আত্মকেন্দ্রিক, আমার নিজের প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়ার অর্থ হল তাত্ত্বিক ভাবে 'আমি কে?' — এই সমস্যার সমাধান করা।

'আমি কে?' — এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মানুষ তার নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে তিনটি অস্তিত্বমূলক কাঠামো, হাইডেগারের মতে এই কাঠামোগুলি হল সম্ভাবনা (Existenz), বস্তুবত্তা (Facticity) এবং পতিতাবস্থা (Fallenness)। Being and Time গ্রন্থে হাইডেগার অস্তিত্বের এই গঠন কাঠামোটির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামো হলেও এগুলিকে বৌদ্ধিক প্রকার (categories) বলা যায় না, কেননা বৌদ্ধিক প্রকারগুলি (categories) Dasein ব্যতীত জগতের অন্যান্য বস্তুর প্রতিও প্রযুক্ত হয়। অস্তিত্বমূলক এই কাঠামোগুলিকে ডাসাইনের বৈশিষ্ট্য বলেও চিহ্নিত করা যাবে না, কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো এগুলি একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির, এবং এগুলিকে অস্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বলা যায় যার মাধ্যমে ডাসাইন অস্তিত্বশালী হয়। অস্তিত্বের এই গঠন কাঠামোকে উপলব্ধি করে জাগতিক জীবনযাপন করাকেই হাইডেগার 'যথার্থ অস্তিত্ব' (authentic existence) বলেছেন। বিপরীতক্রমে অযথার্থ বা 'অযথার্থ অস্তিত্ব' হল সেই জীবনপ্রণালী, যা অস্তিত্বের মৌলিক কাঠামোগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে।

Existenz (অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব) :-

Existenz বলতে হাইডেগার Dasein এর কিছু স্বতঃসিদ্ধ আকারকে বোঝেন, যা বিভিন্ন প্রকার সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপণ (Project) করে। 'সম্ভাবনা' এবং 'বোধ' (Possibility and understanding) এই দুটি পদের সাহায্যেই প্রথম কাঠামো-টিকে ব্যাখ্যা করা যায়, বোধের সাহায্যেই সম্ভাবনার অভিক্ষেপণ হয়। কিয়ের্কেগার্ডের মতো হাইডেগার স্বীকার করেছেন যে, মনোনয়নের স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার স্বীকৃত সম্ভাবনার সারধর্ম গঠন করে, অনন্ত সম্ভাবনাই ডাজাইনের সারধর্ম গঠন করে।

হাইডেগারের মতে মানুষ সবসময়ই তার নিজের থেকে এগিয়ে তার সত্তায় অপূর্ণ, 'এখনও যা নয়'- তার সামনে সে দাঁড়িয়ে, সেই সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপণ করে। বস্তুত হাইডেগার ~~যেমন~~ 'সম্ভব' এবং 'অসম্ভব' সম্ভাবনার কথা যেমন বলেছেন তেমনি 'অবশ্যম্ভাবী' সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের কোন মনোনয়ন নেই। মৃত্যু হল এরকম একটি সম্ভাবনা, আবার অসম্ভব সম্ভাবনা-র উদাহরণ হচ্ছে অমরত্ব। তবে এই সম্ভাবনাগুলি নিছক অস্তিত্বের জন্য বা জানার জন্য সম্ভাবনা নয়। ক্রিয়ার জন্য, মনোভাব বা প্রতিন্যাসের জন্য, অনুভূতির জন্য, প্রেরণের জন্য সম্ভাবনাও রয়েছে। সম্ভাবনাগুলি জগতমধ্যে-সত্তার কাঠামো। সম্ভাবনা বলতে বোঝায় যে, ডাজাইন একান্তভাবেই 'সম্মুখে অভিক্ষেপণমূলক জীব' (Forward Projecting)।

Facticity (বাস্তববদ্ধতা) :-

ডাজাইনের আরেকটি অস্তিত্বমূলক কাঠামো হল বাস্তববদ্ধতা (facticity)। বাস্তববদ্ধতা বলতে বোঝায় ডাজাইন নিজেকে জগতের মধ্যে পায়। ডাজাইন জগতে বাস করে - কোন বিশেষ জগতে, কোন স্থানে, কোন সময়ে — তার একটি ভিত্তিতল আছে। ডাজাইন অনিবার্যভাবে নিজেকে বিশেষ, অসমীকৃত-করণযোগ্য এবং অবর্জনীয়করণযোগ্য জগতের মধ্যে পায়। বাস্তববদ্ধতা বলতে হাইডেগার বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন যে, ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট

জগতের পরিবেশে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে জন্মেছে, একটি বিশেষ পরিবারের পিতামাতার সন্তান হিসাবে তার একটি পরিচয়পত্র দেওয়া সম্ভব, তার একটি নির্দিষ্ট শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে যে বড় হয়েছে। এগুলি Dasein-এর existenz-এর অংশ নয় কারণ এই বৈশিষ্ট্য-গুলি সে স্বয়ং নির্বাচন করেনি। ডেসাইনের একটি বিশেষ জগতে নিজেকে প্রত্যক্ষ করার অবস্থানটিকে হাইডেগার বলেছেন 'নিক্ষিপ্ত হওয়া' (throwness)। এটি হল সেই ঘটনাগুলির সমষ্টি, যা আমি মনোনয়ন করিনি। আমার বাস্তবতা সর্বদাই আমার কাছে প্রদত্ত, নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবতা সম্পর্কে আমার রয়েছে সম্ভাবনাসমূহের পরিধি। (Range of possibility)। বাস্তবতা নির্দেশ করে অস্তিত্বের সীমিত-করণ উপাদানকে। সসীমতাকে বর্ণনা করার মৌল উপায় বাস্তবতা।

Fallenness (পতিতাবস্থা) :—

ডেসাইনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল পতিতা-বস্থা (Fallenness)। 'পতিতাবস্থা' বলতে বোঝায় নিজ সত্তা থেকে পতিত হওয়া। সত্তা থেকে পতিত হওয়া বলতে বোঝায় সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা, বিশেষ করে নিজের সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা বা অক্ষমতা। হাইডেগার বলেছেন সম্ভাবনা যদিও ডেসাইনের অন্যতম অস্তিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য, তবু সত্ত্বেও এটা সম্ভব যে, ডেসাইন তার নানাপ্রকার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হতে পারে। তাই পতিতাবস্থা হল নিজের সম্ভাবনাসমূহকে অবহেলা করার প্রবণতা। সম্ভাবনা এবং পতিতা-বস্থা উভয়েই ডেসাইনের স্বভাবসিদ্ধ সামর্থ্য। মানুষ মাঝে মাঝেই পতিতাবস্থার প্রলোভনে পা দেয়। সম্ভাবনার প্রতি অবহেলাই পতিতাবস্থা এবং এটাই অযথার্থ অস্তিত্বের মূল কারণ। আমরা দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদেরকে জনতা (public) থেকে আলাদা করতে পারি না। 'নৈর্ব্যক্তিক জনতা'-কে হাইডেগার দাসম্যান (das Mann) বলেছেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে das Mann-এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাসেই স্বাধীনতার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের জন্য এগোনোর চেয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়, ফলে তার নৈতিক পতন ঘটে, যার থেকে সৃষ্টি হয় অযথার্থ অস্তিত্ব (Inauthentic existence)। নিজের সম্ভাবনাগুলোকে জনতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করার অক্ষমতাই বা ব্যর্থতাই হল পতিতাবস্থা।

S. Sarkar
9/4/2020